ঝড় সংলাপ

ড. তারিক আল সোয়াইদান
নোমান আলী খান
ড. ইয়াসির কাদি

ঋদ্ধ সংলাপ

‘সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্রের’ যেসব আর্টিকেল বিনা অনুমতিতে ও ভিন্ন অনুবাদকের নামে ‘ঋদ্ধ সংলাপ’ বইটিতে ছাপানো হয়েছে, সেই আর্টিকেলগুলোর প্রথম ও শেষ দুই পৃষ্ঠা এখানে দেয়া হলো। প্রতিটি আর্টিকেলের একেবারে উপরে সিএসসিএসের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত মূল আর্টিকেলের লিংক সংযুক্ত করা হয়েছে। যেন সচেতন পাঠক মূল লেখার সাথে মিলিয়ে আমাদের দাবির সত্যতা যাচাই করতে পারেন।

সম্পাদনা

নূরুল আলম

প্রকাশক
নাফিয়ান পাবলিকেশন্স
বাসা ৫, রাস্তা ১, ব্লক ডি, পল্লবী, ঢাকা ১২১৬
মুঠোফোন : ০১৩০৪৩২৭৮৭৯
ই-মেইল : nafiyanpublications@gmail.com

প্রকাশকাল
মে ২০১৯

পৃষ্ঠা বিন্যাস
মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

মুদ্রণ
জেনেসিস (প্রাঃ) লিমিটেড
৭৩, সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকা ১২১৭

মূল্য
টাকা ৩০০/- মাত্র

ISBN : 978-984-34-6782-9

ভূমিকা

সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা সেই স্রষ্টার যিনি আমাদের অস্তিত্ব দিয়েছেন। যিনি আমাদের প্রতিপালক। যাঁর ইবাদত করাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব। যাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর নেই। সকল বিপদ বিপর্যয়ে তাঁর সাহায্যই আমাদের অবলম্বন। দরূদ ও সালাম মানবতার মহান শিক্ষক রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম; তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবীবৃন্দ এবং সৎকর্মশীলদের প্রতি। তিনি আল্লাহ্‌র কিতাব, আল কুরআন আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন; সেটির জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিয়েছেন এবং আমাদের চিন্তা ও বিশ্বাসের পরিশুদ্ধি এনে দিয়েছেন।

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আমাদের ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত আর কেউ নেই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল।

মুসলিম বিশ্ব এখন পতনযুগ অতিক্রম করছে। গত শতাব্দীর গোড়া থেকেই বিপর্যয় প্রকট হতে শুরু করে। প্রথমে উসমানীয় সালতানাত থেকে আরব বিশ্বের বিচ্ছিন্নতা এবং ১ম মহাযুদ্ধের পরপর ১৯২৪ সনে উসমানীয় সালতানাতের সোয়া ছয়শ বছরের দাপুটে শাসনযুগের পরিসমাপ্তি। এরপর ভাগবাটোয়ারার শিকার হয়ে আরব ও আফ্রিকার দেশগুলো পরাশক্তিরসমূহের উপনিবেশে পরিণত। পাশাপাশি সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের আগ্রাসী উত্থানে মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর মুসলিম পরিচয়ের সত্ত্বাই হারিয়ে যায়। ১৯৪৮ এ শতাব্দীর সেরা ষড়যন্ত্রের কবলে আক্রান্ত হয় ফিলিস্তিনের জনগণ। স্বীয় জন্মভূমি থেকে তারা বিতাড়িত হয়। সেখানে ইসরাইল নামক ইহুদীবাদী জনগোষ্ঠীর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। জেরুসালেম অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

ঔপনিবেশিক পরাধীনতা থেকে বেরিয়ে আসার গণপ্রচেষ্টা দমিত হয় সামরিক ও রাজতান্ত্রিক স্বৈরশাসকদের হাতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমে। দেশগুলোতে অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান, পরাশক্তির তাঁবেদারী, ইত্যাদি ভাগ্যলিপি হয়ে দাঁড়ায়।

গাজা ও পশ্চিম তীর ৭০ বছর ধরে উন্মুক্ত কারাগার। প্যালেস্টাইন ছাড়াও দখল হয়েছে সিনাই, গোলান, কাশ্মীর। খ্রিস্ট আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় লেবাননে, সুদান বিভাজন হয়ে জন্ম নেয় খ্রিস্টান দক্ষিণ সুদান। ৪০ বছরের অব্যাহত আগ্রাসনে বিধ্বস্ত হয়েছে আফগানিস্তান। ইরান-ইরাক যুদ্ধ চলেছে ৮ বছর। আরোপিত গৃহযুদ্ধে দেউলিয়া হয়েছে সিরিয়া, লেবানন ও ইয়েমেন। তেল আর স্বর্ণলুটের বেপরোয়া কর্মকাণ্ডে দেউলিয়া হয়েছে

নাইজেরিয়া, সিয়েরালিওন, ইরাক, লিবিয়া প্রভৃতি সম্পদ সমৃদ্ধ দেশ। দুর্ভিক্ষের হাহাকারে সন্ত্রাস আক্রান্ত হাড্ডিসার সুদান, সোমালিয়া। অর্থনৈতিক অবরোধে কাতর ইরানের জনগণ। অপরদিকে তুরস্ক আলট্রা সেকুলার সেজেও ইউরোপের জোটে স্থান পায়নি।

বসনিয়া, চেচনিয়া, কসোভো, আরাকান, মিন্দানাও, উইঘর, কাশ্মীর, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশ ও অঞ্চলে চলেছে নির্বিচার গণহত্যা, নিপীড়ন-নির্যাতন এবং উচ্ছেদ-বিতাড়ন। গুয়ান্তানামোবে, আবু গারিব প্রভৃতি কারাগারে মানবাধিকার দলনের কাহিনী ইতিহাসের যেকোনো নৃশংসতাকে হার মানায়। লাখ লাখ টন বোমা আর মিসাইলে নিধন, বিতাড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে মিলিয়ন মিলিয়ন মুসলিম।

একের পর এক অজ্ঞাত ও রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন মুসলিম রাষ্ট্রনায়কেরা। সৌদী বাদশাহ ফয়সাল, জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহ ১, মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদত, ফিলিস্তিনের ইয়াসির আরাফাত, হামাসের আহমদ ইয়াসিন, আফগানিস্তানের নূর মোহাম্মাদ তারাকি, হাফিজুল্লাহ আমিন, দাউদ খান, নজিবুল্লাহ; আলজেরিয়ার বাওদিয়েফ, কমোরোসের আহমাদ আবদাল্লাহ, আলী সুলাই; ইয়েমেনের ইব্রাহীম আল হামিদ, আহমেদ আল-ঘাসেমী, সেলিম রুবাই; সোমালিয়ার আবদার রশীদ, লেবাননের হারিরি, ইরাকের সাদ্দাম হোসেন, লিবিয়ার গাদ্দাফী, পাকিস্তানের লিয়াকত আলী খান, জিয়াউল হক; বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, জিয়াউর রহমান এবং আরো অনেকে।

বিভক্তি আর অধিকার হরণের এই মহাযজ্ঞের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থের পরিবর্তে বিভিন্ন ভৌগোলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেকুলারিজম, সমাজতন্ত্র, প্রভৃতি আদর্শিক দ্বন্দ্বে দিশেহারা অবস্থা সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রিক ব্যর্থতা ও অস্থিরতার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি ছিল সংক্ষুব্ধ বিদ্রোহের আপত্তিকর আত্মপ্রকাশ। জন্ম নেয় শত শত সশস্ত্র সংগঠন ও গোষ্ঠী। পরাশক্তিগুলোর প্রচারণা ও দমনকৌশলে এরা চিহ্নিত হয় সন্ত্রাসী বা জঙ্গী হিসেবে। এরই সূত্র ধরে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে ইসলামফোবিয়া। মুসলিম বিদ্বেষ এবং ঘৃণা প্রকট থেকে প্রকটতর হয় ইউরোপ আমেরিকায়। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের থাবায় অনৈক্য, অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিভেদ-বিদ্বেষ প্রভৃতির বিপুল বিস্তৃতি ঘটে।

ত্রিমুখী এ সংকটের মোকাবিলায় বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরণের কোনো বিকল্প নেই। আদর্শিক সংহতির জন্য জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক চেষ্টা প্রচেষ্টা অগ্রাধিকার পাওয়া

প্রয়োজন। নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার সংকট মোকাবিলায় মনোযোগী হতে হবে। এজন্য সবটুকু আন্তরিকতা দিয়ে অনৈক্য ও বিদ্বেষ নিরসনে যত্নবান হতে হবে।

উপলব্ধির এমন প্রেক্ষাপটে 'ঋদ্ধ সংলাপ' শীর্ষক গ্রন্থনা ও প্রকাশনার ক্ষুদ্র উদ্যোগ। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেধা ও ব্যক্তিত্বের চিন্তা ও গবেষণা এখন ইউটিউবের সুবাদে আমাদের হাতের নাগালে। সেখান থেকে খুবই প্রাসঙ্গিক কয়েকটি প্রাজ্ঞ বক্তৃতার অনুবাদ, অনুলিখন এবং প্রবন্ধের গ্রন্থনা দিয়ে সাজানো হয়েছে বইটিকে।

'ঋদ্ধ সংলাপ' আমাদের চেতনার দরজায় মৃদু কড়া নাড়ার চেষ্টা। বিভ্রান্তির ঘোর অমানিশায় ইতিহাসের গৌরব, নেতৃত্বের স্বপ্ন এবং ঐক্য সংকট সংক্রান্ত কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা।

ড. তারিক আল সোয়াইদানের দুটি বক্তৃতায় ইতিহাসের গতিধারায় মুসলিম বিশ্বের সম্ভাব্য ভবিষ্যত এবং আগামী নেতৃত্বের উত্থান কৌশল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নোমান আলী খানের বক্তৃতায় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ব্যবহারে খুবই সংবেদনশীল একটি বার্তা উপস্থাপিত হয়েছে। ড. ইয়াসির কাদী মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরীণ বিভেদ সংকট নিরসনের ব্যাপারে তাৎপর্যপূর্ণ আলোকপাত করেছেন।

এসব বক্তা ও গবেষকের সব কথাই গ্রহণযোগ্য বা অনুসরণযোগ্য এমন দাবী করছি না, তবে তাদের এপ্রোচ নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য। নিজেদের সমস্যা সমাধানে অধিকতর জ্ঞান ও গবেষণামুখী প্রচেষ্টায় সমর্থন যোগানোর জন্য পাঠক বাড়াতে হবে। মনোযোগী পাঠক চাই। নিবিড় চিন্তার পাঠক চাই। আসুন বোদ্ধা পাঠক খুঁজি। তাহলেই দরকারী চিন্তা ও লেখার স্ফূরণ ঘটবে। পাঠক সৃষ্টি এবং চিন্তার উন্মেষে লেখক-পাঠক সংলাপ আমাদের উদ্দেশ্য। এ সংলাপ আমাদেরকে ঋদ্ধ করবে।

বক্তৃতার কথাকে লেখার পাতায় আনা বেশ কঠিন। সেই সাথে ছিল অনুবাদের অন্তরায়। তবে পাঠক-বান্ধব সাবলীলতা ধরে রাখার চেষ্টায় কমতি ছিল না। সফলতা মূল্যায়নের ভার পাঠকের কাছে।

জ্ঞান প্রচারের একটি উন্মুক্ত ঠিকানা থেকে সংগৃহীত বিধায় লেখাগুলোর উৎস-সম্মতির প্রয়োজন ছিল না। দুএকটি লেখায় সম্পাদনার কিছুটা আধিক্য আছে। তবে মৌলিকত্বে হাত দেওয়া হয়নি।

আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং সক্ষমতা বাড়িয়ে দিন।

সূচিপত্র

ভূমিকা	২
আগামীদিনের সম্ভাবনায় ইসলাম	৭
দাওয়াতের কৌশল ও প্রজ্ঞা	৪৯
সফল নেতৃত্ব গঠনে সুন্নাহসম্মত বাস্তব কর্মপন্থা	৭৩
মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও ৭৩ ফিরকা	৮৯
সালাফী প্রসঙ্গ	১০১
বিদআত : অন্ধ আবেগ আর ভারসাম্যপূর্ণ ইবাদত	১৩৩

১ মূল আর্টিকেলের সাথে মিলিয়ে দেখতে এখানে ক্লিক করুন

আগামীদিনের সম্ভাবনায় ইসলাম

ড. তারিক আল সোয়াইদান

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ. وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. اَللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَه. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَه. وَبَعْدُ

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আজ রাতে আপনাদের সাথে থাকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজক লেবানিজ সংগঠন Federation of Australian Muslim Students & Youth (FAMSY) এবং আপনারা যারা এই চমৎকার মসজিদে উপস্থিত আছেন, সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মাশাআল্লাহ, অস্ট্রেলিয়ায় এত বড় মসজিদ রয়েছে, তা আমি কল্পনাও করিনি।

চারদিন ধরে আমি অস্ট্রেলিয়ায় আছি। গত কয়েকদিন মেলবোর্নে ছিলাম, সিডনিতে আজ প্রথম। আমার অস্ট্রেলিয়া সফর এই প্রথম। এ দেশে ইসলামী কার্যক্রম এবং ইসলামের প্রতি কমিটেড মুসলমানের সংখ্যা দেখে আমি অভিভূত, আলহামদুলিল্লাহ। আজ রাতে আপনাদের উপস্থিতিও তা প্রমাণ করছে।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এঁর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস-

وَاللهِ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَبْلُغَ هٰذَا الدِّيْنُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

আল্লাহর শপথ! ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত আসবে না, যতদিন পর্যন্ত না এই দীনের ব্যাপ্তি দিন ও রাতের দূরত্বে পৌঁছবে।

আপনারা মক্কা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন। যা এতটাই দূরে যে, সেখানে যেতে একদিন এক রাত সময় লেগে যায়। যুক্তরাষ্ট্র থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করার পর বেশ কয়েকবার আমি সেখানে গিয়েছি। মক্কা থেকে অস্ট্রেলিয়া যেদিকে যুক্তরাষ্ট্র ঠিক তার বিপরীত দিকে অবস্থিত। এমনকি হাওয়াই স্টেটে পর্যন্ত কিছু মুসলিম রয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এঁর ভবিষ্যৎবাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

যাহোক, আমি আপনাদের সাথে আগামী দিনে ইসলামের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। বিশেষ করে, নাইন-ইলেভেনের পর ইসলাম ও মুসলিমরা একটা চাপে পড়েছে। ওই ঘটনার পর অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের সর্বত্র মুসলিমদেরকে এই চাপের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এসব ঘটনা আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? এই দীনের ভবিষ্যৎ কী?

এরকম প্রশ্নের জবাব জানতে গিয়ে ইতিহাস নিয়ে আমি ব্যাপক গবেষণা করেছি। যদিও আমি পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর পিএইচডি করেছি। এর পাশাপাশি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়েছি। তবে শরীয়াহ এবং ইতিহাস হচ্ছে আমার অন্যতম পছন্দের বিষয়।

গবেষণা করতে গিয়ে আমি লক্ষ্য করেছি, ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক গতিধারা আছে। আবার সময়ের ব্যবধানে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এ বিষয়ে আমার চিন্তাভাবনাগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

যে কোনো সভ্যতা তার নিজস্ব ধারায় গড়ে ওঠে। প্রতিটি সভ্যতাই শুরুতে দুর্বল থাকে। তারপর বছরের পর বছর ধরে ক্রমান্বয়ে এটি বিকশিত হতে থাকে। উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে সাধারণত শত শত বছর লেগে যায়।

উদাহরণ হিসেবে ইসলামের অব্যবহিত আগের পারস্য সভ্যতার কথা বলা যায়। শুরুতে তারা দুর্বল ছিল। তারপর ক্রমাগত বিকশিত হতে হতে দুই হাজার বছর পর তারা সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়। বাইজেন্টাইন বা রোমান সভ্যতাকে এ পর্যায়ে পৌঁছতে সময় লেগেছে প্রায় ১২শ বছর। খেয়াল করলে দেখা যায়, আরও অনেক সভ্যতার বিকাশ লাভের জন্য একই ধরনের সময় লেগেছে। তবে একটি সভ্যতা গড়ে উঠতে

তারপর এসেছে রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্র বুঝাতে হাদীসে 'মুলকান আ-দ্দান' পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী রাজতন্ত্র বুঝাতে আরবীতে এই পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। বাস্তবেও আমরা এর ঐতিহাসিক সত্যতা পেয়েছি। যেমন, উমাইয়া শাসন ছিল ১৩০ বছর, আব্বাসীয় শাসন ছিল ৪শ বছর। এভাবে মামলুক, ফাতেমীসহ আরও অনেকে দীর্ঘদিন শাসন করেছে। উসমানীয় শাসন প্রায় ৬শ বছর টিকে ছিল। তারপর মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে এসব রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছে। তারপর এসেছে সামরিক শাসন। বর্তমানে কয়টা মুসলিম দেশ সামরিক শাসনের বাইরে? চারপাশে খেয়াল করে দেখুন! গুটিকতক বাদে প্রায় সব মুসলিম দেশই সামরিক শাসনের অধীন। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য কথাই বলেছেন। চৌদ্দশ বছর আগের একটি হাদীসের সত্যতা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। সামরিক শাসনের যুগের সমাপ্তির পর কী আসবে, এ সম্পর্কে যদি আমরা কোনো মতামত দেই, তাহলে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে স্বয়ং মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়ে গেছেন, যিনি নিজ থেকে কিছু বলেন না। আল্লাহ্ বলেছেন,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

তিনি নিজ থেকে কোনো কথা বলেন না। বরং এসব কথা অহী ছাড়া আর কিছু নয়, যা তার কাছে পাঠানো হয়। (সূরা নাজম ৫৩:৩-৪)

অতএব, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী মুলকান জাবরিয়্যাহর পর আবুবকর, ওমর, উসমান, আলী রদিয়াল্লাহু আনহুম-এর খিলাফত ব্যবস্থার মত ব্যবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

উপসংহার

তারপর কোন ব্যবস্থা আসবে, আমরা তা জানি না। কিন্তু ইসলাম যে আবারও বিজয়ী হতে যাচ্ছে, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আগামী দিন হবে ইসলামের দিন। তাই এখন আপনাদের সামনে রয়েছে দুটি পথ: ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা এবং পরকালে পুরস্কৃত হওয়া, নতুবা বস্তুবাদী জীবন উপভোগ করা এবং পরকালে বঞ্চিত হওয়া।

মক্কা বিজয় সম্পর্কে নাজিল হওয়া একটি আয়াত এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا

তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, তাদের মর্যাদা এক নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা তাদের চেয়ে বেশি, যারা বিজয়ের পরে ব্যয় করবে ও জিহাদ করবে। (সূরা হাদীদ ৫৭:১০)

এখানে বিজয় বুঝাতে 'ফাতাহ' না বলে 'আল-ফাতাহ' বলা হয়েছে। অর্থাৎ, সুনির্দিষ্ট বিজয় তথা মক্কা বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। অবাক করা ব্যাপার হলো, এই আয়াত যখন নাজিল হয়, তখনো মক্কা বিজয় হয়নি! আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন, বিজয় আসার আগে যারা জিহাদ ও অর্থ ব্যয় করবে তারা অধিক উত্তম।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! সিদ্ধান্ত এখন আপনার হাতে। আমরা যদি ইসলামের জন্য কাজ করি, তাহলে কাঙ্খিত বিজয় দ্রুত আসবে। আর যদি অলসতা করি, তাহলে বিজয় আসতে সময় লাগবে।

তাই আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো আত্মগঠন করা, পরিবার গঠন করা এবং প্রত্যেকেই যেন ইসলামের পথে চলে, সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা। আপনার চারপাশে ইসলামের আদর্শকে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করুন। মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিন। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা করুন। ইসলামী সংগঠন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্কুল, মিডিয়া, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি গড়ে তুলুন। আল্লাহ্ তায়ালা যে বিজয়ের ওয়াদা করেছেন, আগামী দিনে ইসলামের সেই নিশ্চিত বিজয়ের অংশীদার হতে অন্তত কিছু একটা করুন।

ধৈর্য ধরে এতক্ষণ আমার কথা শোনার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

هٰذَا. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. شَكَرَ اللهُ لَكُمْ. وَبَارَكَ اللهُ فِيْكُمْ. وَنَسْئَلُ اللهُ تَعَالَى لَنَا وَلَكُمُ الْقَبُوْلُ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

[অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর]

সফল নেতৃত্ব গঠনে সুন্নাহসম্মত বাস্তব কর্মপন্থা

ড. তারিক আল সোয়াইদান

ভূমিকা

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের প্রধানতম সমস্যা হচ্ছে নেতৃত্ব। মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণের জন্যে নেতৃত্ব তৈরির উদ্দেশ্যে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা থাকা দরকার। ইসলাম সর্বোত্তম আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও সমকালীন মুসলিম জনগোষ্ঠী সামগ্রিকভাবে একটি অনগ্রসর জাতিতে পরিণত হয়েছে।

একদিন শায়খ ইউসুফ আল-কারযাভীর সাথে মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণের উদ্দেশে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে কথা বলছিলাম। আমাদের সামগ্রিকভাবে কী করা দরকার, কীভাবে আমরা আমাদের লোকদের প্রশিক্ষিত করতে পারি কিংবা কীভাবে নেতৃত্ব তৈরির উদ্দেশে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি এসব মৌলিক বিষয় নিয়ে আমি তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে তিনি যা বললেন তাতে সত্যিই আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। তিনি বললেন, ড. তারিক, আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না; বলতে পারেন, একেবারেই অজ্ঞ। এ কথা শুনে আমি বসা অবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে গেলাম। বর্তমান সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শায়খ আল-কারযাভীর মত মানুষ এ কথা বললেন!

আমার বিস্ময় দেখে তিনি বললেন, না, আমাকে এত বড় করে দেখার কিছু নেই। আমাকে উপহাস করবেন না, আমিও নিজেকে নিয়ে উপহাস করি না। এ ব্যাপারে আমি আসলেই তেমন কিছু জানি না। ড. তারিক, এ বিষয়ে আপনি উদ্যোগ গ্রহণ করাই যথার্থ হবে। আমি স্কলারদেরকে আপনার কথা শুনার জন্যে ডাকব, যাতে আপনি তাদেরকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে পারেন।

পরবর্তীতে আমরা সেটি করেছিলাম। আমি স্কলারদের সামনে মুসলিম উম্মাহর জন্যে কীভাবে কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করা যায়, সে বিষয়ে একটি বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলাম।

কৌশলগত পরিকল্পনা

যে কোনো কৌশলগত পরিকল্পনার চারটি উপাদান থাকে–

১. বর্তমান সম্পর্কে স্পষ্টধারণা

২. ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট রূপরেখা গঠন

৩. বর্তমান অবস্থা থেকে উন্নতি লাভ করে ভবিষ্যতে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা এবং

৪. ভবিষ্যৎ লক্ষ্য পূরণে সম্ভাব্য বাধাগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখা এবং এগুলো অতিক্রম করে সফল হওয়ার কৌশল রপ্ত করা।

বর্তমান অবস্থা দিয়েই শুরু করা যাক। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ পাঁচটি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন-

১. অনৈসলামিক আচরণ
২. অদক্ষতা
৩. পশ্চাদপদতা
৪. ফিকির (বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান) এবং
৫. নেতৃত্ব।

১. অনৈসলামিক আচরণ

আমরা মুসলমান কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের আচার-আচরণ ইসলামী বিধি-বিধানের বিপরীত। বিষয়টি জীবনের সব দিক ও বিভাগে লক্ষণীয়। যেমন, আমাদের নিজ পরিবারের অনৈসলামিক আচরণ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বা সন্তানের সাথে অনৈসলামিক আচরণ, পথে-ঘাটে, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে, এমনকি ইবাদতের ব্যাপারে আমাদের অনৈসলামিক আচরণ বেশ প্রকট আকার ধারণ করেছে।

২. অদক্ষতা

মুসলিম মানেই তো কর্মক্ষম এবং দক্ষ হওয়ার কথা। মুসলিম ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে; সর্বোপরি একটি দেশ বা জাতি হিসেবে অত্যন্ত দক্ষ হওয়ার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অদক্ষ, আনাড়ি ।

অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলেন। তখন তিনি এ বিষয়টি নিয়েও কথা বলেন। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা উসামার নেতৃত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছ। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, সে তার বাবার মত একজন নেতা হয়েই জন্ম নিয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় কিছু মানুষ আসলে জন্মগতভাবে নেতৃত্বের গুণ সম্পন্ন। সুতরাং নেতৃত্বের সাথে বয়সের সম্পর্ক আরোপ করার চেষ্টা একেবারেই ভুল।

নেতৃত্বের সাথে শারীরিক গঠনের সম্পর্ক

মানুষের শারীরিক কাঠামোর সাথে নেতৃত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। শারীরিক কাঠামো একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য। যা নেতৃত্বের জন্যে সহায়ক হলেও আবশ্যক কোনো বিষয় নয়। নেতাদের শারীরিক সৌন্দর্য বা চেহারার মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করা অপরিহার্য নয়। কুরআনে বর্ণিত তালুতের ঘটনার মাধ্যমে আমরা সবাই জানি, এটি একটি অতিরিক্ত গুণ। যখন বনী ইসরাঈলের একজন নবী তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তোমাদের জন্যে নবী হিসেবে তালুত নামে একজনকে মনোনীত করেছেন, যিনি তোমাদের পরবর্তী শাসক হবেন। তারা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। কারণ, তালুত কোনো রাজপরিবারের সদস্য ছিলেন না এবং তিনি সম্পদশালীও ছিলেন না। তাদের নবী তাদেরকে দৃঢ়তার সাথে বললেন, আল্লাহ তাকে তোমাদের নেতা হিসেবে মনোনীত করেছেন। তবে তালুত শারীরিকভাবে অনেক বলিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি জন্মগতভাবে অনেক বুদ্ধিমান ছিলেন। এ বিষয়গুলো নেতৃত্বের জন্যে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু কোনোভাবেই একজন সফল নেতার জন্যে আবশ্যিক বা প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

উপসংহার

নেতারা নিজেদের ভুলগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখতে পান না বা দেখতে চান না। এ ধরনের প্রবণতা আমাদের সমাজে বেশ লক্ষ্যণীয়। পৃথিবীর অধিকাংশ সংগঠনে ভালো নেতৃত্বের ব্যাপক অভাব রয়েছে। ভালো নেতৃত্ব মানে কাজে অনেক বেশি সাফল্য। নেতৃত্বের মানের উপর নির্ভর করে কোনো সংগঠন বা আন্দোলনের সফলতা-ব্যর্থতা। তাই যোগ্য নেতৃত্ব তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। সংগঠন বা দল বহির্ভূত নেতৃত্বের চেয়ে আন্দোলনের ভিতর থেকে নেতৃত্ব গড়ে তোলা অনেক বেশি কার্যকর।

নেতৃত্ব (সাধারণ বা বিশেষায়িত নেতৃত্ব; যেমন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, বিচার বিভাগ, বুদ্ধিবৃত্তি ও সামরিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব) গড়ে তোলার জন্য আদর্শ পদ্ধতি হলো ধাপে ধাপে এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা, প্রথমে নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন লোক খুঁজে বের করা। তারপর তাদের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে কাজ করা। তারপর নেতৃত্ব তৈরির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। সাধারণ ও বিশেষ উভয় ধরনের প্রশিক্ষণ হতে পারে। সর্বোপরি যোগ্য নেতৃত্বকে পৃষ্ঠপোষকতা করার সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

[প্রবন্ধটি ২০১৪ সনের ২২ ফেব্রুয়ারি মালয়েশিয়ার এক কনফারেন্সে প্রদত্ত ড. তারিক আল সোয়াইদান-এর বক্তব্যের অনুলিখন]

[অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর]

ড. তারিক আল সোয়াইদান

ড. তারিক সোয়াইদান কুয়েতি লেখক, ইতিহাসবিদ, ব্যবসায়ী ও মুসলিম স্কলার। আরব বিশ্বের পাশাপাশি পাশ্চাত্য মুসলিম সমাজেও তাঁর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

মূল আর্টিকেলের সাথে মিলিয়ে দেখতে এখানে ক্লিক করুন

সালাফী প্রসঙ্গ

ড. ইয়াসির কাদী

সালাফী ধারা

সালাফিজম বলতে আসলে কী বুঝায়? এর সর্বসম্মত কোনো সংজ্ঞা নেই। আমার প্রয়াস হলো, আধুনিক সালাফী ধারার একদম শুরুর দিকের রূপরেখা, তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ, সাম্প্রতিককালে এর নানান গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়া এবং ইসলাম ও বর্তমান বৈশ্বিক সমাজে এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক অবদানগুলো আলোচনা সাপেক্ষে সালাফিজমকে বিশ্লেষণ করা।

আধুনিক দুনিয়ার প্রেক্ষাপটে কিংবা আরও স্পষ্ট করে বললে, গত অর্ধশতকে সালাফী পরিভাষাটি একটি ইসলামিক মেথডলজি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এর লক্ষ্য হলো ইসলামের প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের ঈমান ও আমলের যে নবুয়তী মানদণ্ড ছিলো, তার সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা করা। কারণ, নবুয়তী যুগ হলো রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এঁর সুন্নাহর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তারপরের প্রথম তিন প্রজন্ম (সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী) মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এঁর যুগের সবচেয়ে কাছাকাছি ছিলেন। এই তিন প্রজন্মের সময়কালকে ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

যেহেতু পরিভাষাটি দ্বারা একটি মেথডলজিকে বুঝায়, তাই এটা বলাই ন্যায়সঙ্গত যে, সালাফিজম দ্বারা মুসলিমদের বিশেষ বা স্বতন্ত্র কোনো গোষ্ঠী বা দলকে বুঝায় না। এক ডজনেরও বেশি ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ হয় নিজেদেরকে সালাফী মানহাজের অনুসারী বলে পরিচয় দেয়, নয়ত নিজেরা পরিভাষাটি ব্যবহার না করলেও কেউ এ পরিচয়ে তাদেরকে পরিচয় দিলে তারা আপত্তি করে না। এই বাস্তবতা পরিভাষাটিকে বুঝতে আমাদেরকে আরও বেশি সহায়তা করেছে। তবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, এই প্রত্যেকটি গ্রুপ নিজেদেরকেই একমাত্র সঠিক বলে মনে করে এবং অন্যান্যদেরকে

সালাফিজমের সত্যিকারের প্রতিনিধি বলে মনে করে না। এই কারণে সালাফিজম সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা পেতে হলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সালাফী গ্রুপগুলোর ঐকমত্য ও দ্বিমতের বিষয়গুলো বুঝতে হবে।

১.১ সালাফী আন্দোলনগুলোর মধ্যে যেসব বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে

ক্ষুদ্র ব্যতিক্রম বাদে সালাফী ঘরানার প্রচলিত সব গ্রুপের মধ্যে কিছু বিষয়ে সাধারণ ঐকমত্য রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. প্রত্যেকে শুধু নিজেদেরকেই সালফে সালেহীনদের শিক্ষা ও আকীদার সঠিক অনুসারী বলে মনে করে। তাদের প্রত্যেক গ্রুপই ধর্মতাত্ত্বিক দিক থেকে আশআরী আকীদা অনুসরণের দাবি করে। যদিও এর আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকেই তারা চূড়ান্ত বলে মনে করে।

২. আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর (তাওহীদে আসমা ওয়াল সিফাত) যে কোনো প্রকার রূপক বা প্রতীকী ব্যাখ্যাকে তারা সর্বোতভাবে প্রত্যাখ্যান করে। বলাবাহুল্য, আশআরী ও মুতাজিলা গোষ্ঠীর মধ্যে মতবিরোধের এটিই ছিল মূল কারণ।

৩. যে কোনো প্রকার ইবাদত ও ভক্তি প্রদর্শন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট (তাওহীদে উলুহিয়্যাহ) বলে তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। তাদের এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আপসের যে কোনো সম্ভাবনাকেই তারা প্রত্যাখ্যান করে। এ কারণে তারা বিশেষ কোনো সুফী ঘরানার রীতিবহির্ভূত বিভিন্ন প্র্যাকটিসের সমালোচনা করে। যেমন, সুফী-দরবেশদের প্রতি অতিভক্তি, মৃত ব্যক্তিকে ওলী তথা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মানা ইত্যাদি।

৪. তারা সকল প্রকার বিদয়াতের বিরোধিতা করে এবং যারা এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। বিশেষত শিয়া মতবাদের তারা প্রচণ্ড বিরোধী। কারণ, এই মতবাদ সাধারণভাবে সাহাবী বিদ্বেষের দোষে দুষ্ট।

৫. তারা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে (মৃত্যু ৭৪৮/১৩২৮) শ্রদ্ধা করে এবং তাঁর ফিকহী ও ধর্মতাত্ত্বিক মতামতগুলোকে রেফারেন্স হিসেবে

অন্যভাবে বললে আমি মনে করি, ইসলামের অনুসারী প্রতিটি আন্দোলনই মানুষের গড়া আন্দোলন। যার কারণে এসব আন্দোলনে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই থাকে। কোনো আন্দোলন হয়ত অন্যদের চেয়ে কোনো কোনো দিক থেকে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এঁর সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী। কিন্তু কোনো আন্দোলনই নিজেদেরকে সুন্নতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একমাত্র প্রতিনিধি, কিংবা এই পৃথিবীতে আল্লাহর মনোনীত দীনের সোল এজেন্ট দাবি করতে পারে না। এসব আন্দোলনের মধ্যে সালাফী আন্দোলন আকীদার ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছে, এটি ঠিক। কিন্তু এই কারণে তাদেরকে ইসলামের সকল বিষয়ে সর্বেসর্বা বলা যায় না। আমাদের উচিত তাদের ভালো কাজগুলো গ্রহণ করা এবং সম্ভব হলে ভদ্রতা ও প্রাজ্ঞতার সাথে তাদের ভুলত্রুটিগুলো সংশোধন করে দেওয়া। আন্দোলনের ভেতর থেকে যিনি বা যারাই সংস্কার সাধন করতে চান, তিনি বা তাদের জন্য আমার দুআ ও পরামর্শ থাকবে। প্রত্যেকেরই যার যার মত নিজস্ব অবস্থান ও কর্মপদ্ধতি রয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বৃহত্তর উম্মাহর খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করাকে অধিক কল্যাণকর বলে মনে করছি।

ডিসক্লেইমার

আমার গড়ে ওঠার পেছনে যে আন্দোলনের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে, যে আন্দোলনের আলেমদের নিকট থেকে আমি উপকৃত হয়েছি, সে আন্দোলনটির প্রতি আমি অবশ্যই সর্বদা সম্মান বজায় রাখব। তাদের পদ্ধতিগত কিছু বিষয়ে দ্বিমত করলেও আমি আন্তরিকভাবেই তাদের প্রশংসা করি। তাই কেউ যদি মনে করে, এ নিবন্ধের কোথাও অযৌক্তিক কঠোরতা প্রকাশ পেয়েছে, তাহলে আমি আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী। কারণ, অপমান বা কুৎসা রটনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার কথা যদি কঠোর মনে হয়, তাহলে এর কারণ বোধহয়, যে আন্দোলন উম্মাহর সালাফদের অনুসারী বলে নিজেকে দাবি করেছিল, তাদের কাছে আমার প্রত্যাশা ছিল আরও বেশি। কিন্তু তারা তাদের মহৎ লক্ষ্য থেকে অনেকখানি বিচ্যুত হয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে আমার আন্তরিক চাওয়া হলো, সব ঘরানার ইসলামী আন্দোলন, বিশেষ করে সালাফী আন্দোলন, আমাদের দীনের নীতিমালাসমূহকে শুদ্ধভাবে তুলে ধরবে।

আমরা জানি, আল্লাহর কথাই হলো সর্বোত্তম কথা এবং তাঁর রসূলের পথনির্দেশই হলো সর্বোত্তম পথনির্দেশ। সালাফী হই কিংবা না হই, মুমিন হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সবটুকু বুঝজ্ঞান, সামর্থ্য দিয়ে, আমাদের কণ্ঠস্বরের সবটুকু শক্তি দিয়ে, আমাদের ক্ষমতার সবটুকু প্রয়োগ করে এবং সকল রিসোর্সকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত।

আমার সমালোচকদের প্রতি একটি নোট

এই নিবন্ধ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে একটি বাক্যের উদ্ধৃতি দিয়ে সেটিকেই আমার সম্পূর্ণ মতামত হিসেবে চিত্রিত করা ইসলামসম্মত কাজ হবে না। প্রেক্ষাপট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একে বিবেচনা না করলে এমনকি কুরআন ও সুন্নাহকে পর্যন্ত সহজেই ভুল বুঝা সম্ভব। দ্বিমত করুন নির্দ্বিধায়। তবে দয়া করে পুরো নিবন্ধের লিংক উল্লেখ করবেন এবং পাঠকরা যেন পুরো নিবন্ধটি পড়ে নিজেরাই আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে পারে, সেই সুযোগ দেবেন। সালাফী আন্দোলনের সমালোচনার পাশাপাশি যেসব প্রশংসা করেছি এবং সর্বশেষ যে ডিসক্লেইমার দিয়েছি, দয়া করে সেগুলোও বিবেচনায় রাখবেন।

[অনুবাদঃ মাসউদুল আলম]